

বিভক্তির সাত কাহন-৬ ভজন সরকার

সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর “ কপালকুন্ডলা ” উপন্যাসে বলেছেন, “ বাংলায় অবস্থার বশীভূত, অবস্থা বাংগালীর বশীভূত হয় না ।” বঙ্কিমচন্দ্রের বাংগালীর চরিত্রধর্মের বর্ণনা এবং মানুষ হবার চরম আকৃতি সত্ত্বেও বাংগালী যে মানুষ হয়ে উঠতে পারে নি , তার প্রমান মেলে পরবর্তীতে রবীন্দ্রনাথের সে বিখ্যাত উক্তিতে—

“ সাত কোটি সন্তানেরে , হে মুগ্ধ জননী
রেখেছ বাংগালী করে - মানুষ করনি । (লেখার সন মার্চ, ১৮৯৬) ”

সে সময় থেকে আজ পর্যন্ত বাংগালী-সত্ত্বার নানাবিধ সংঘাত ও দ্বন্দ্ব কিছু মৌলিক প্রশ্নের মুখোমুখী করে তুলেছে । বঙ্কিম আর রবীন্দ্রনাথের উদ্ধৃত বাংগালী আর আজকের একবিংশ শতকের বাংগালী কি এক ও অভিন্ন ? তখনকার বাংগালীর মূল সমস্যা বা খেদ ছিল বাংগালীত্ব ও মনুষ্যত্বের দ্বন্দ্ব - মানুষ অর্থ্যাৎ শিক্ষিত ও উদারনৈতিক হওয়া কিংবা প্রথাগত পুরাতন যে জীবন তা আকড়ে থাকার দ্বন্দ্ব । আর আজকে সে সমস্যা আরও জটিল আকার ধারণ করেছে , সমস্যার সাথে ঘটেছে ধর্মের অনুপ্রবেশ , যুক্ত হয়েছে ভৌগলিক বিভাজন। আজকে বাংগালীর দ্বন্দ্ব ভিন্ন ভিন্ন শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়েছে । বাংগালীর কাছে আজ মানুষ হ'বার চেয়ে বড় প্রশ্ন— বাংগালী থাকব, না হিন্দু কিংবা মুসলমান ? বাংগালী থাকব , না বাংলাদেশী কিংবা ভারতীয় ? আর অভিবাসী বাংগালীদের দ্বন্দ্ব সে তো আর জটিলতম !

রবীন্দ্রনাথ সাত কোটি বংগ সন্তান বললেও তখন সর্ব-সাকুল্যে বাংগালীর সংখ্যা ছিল চার-সাত কোটির মতন । আর আজকে একমাত্র বাংলাদেশেই বাংগালীর সংখ্যা প্রায় পনের কোটি আর ভারতে আরও প্রায় এগার কোটি । এ বিশাল বাংগালীর মানুষ হবার প্রচেষ্টা যে এক ও অভিন্ন সূতোয় গাঁথা থাকে নি -সে জন্য বাংগালী যত টুকু না দায়ী তার চেয়ে শিকার পরিবেশ ও পরিস্থিতির । কেননা, মনে রাখতে হবে দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে যে ভারতবর্ষ বিভক্ত হলো বাংগালীর নেতৃত্ব ও সম্মিলিত বাংগালী জাতীয়তাবাদী চেতনা সেখানে অনুপস্থিত ছিল । এমন কি পুরাপুরি ভাষা ও বাংগালী জাতীয়তাবাদী চেতনার ভিত্তিতে যে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সংগ্রাম ও জন্ম লাভ, সেখানেও পশ্চিমবংগের বাংগালীনেতৃত্ব শুধুমাত্র সহায়তা দিয়েছে আলাদা একটি রাষ্ট্রের জন্ম লাভের জন্য । সম্মিলিত এবং একীভূত বাংগালী জাতি সত্ত্বার উন্মেষ ও বিকাশের কোন রূপ চিন্তা-ভাবনা সে সময় হয়েছে বলে জানা নেই ।

আজকে যারা বৃহত্তর বাংগালীর উন্মেষ ও সমৃদ্ধির জন্য এপার বাংলা - ওপার বাংলা করেন, তাদের এ বিষয় টি ভেবে দেখতে হবে । ১৯৭১ সনে মুসলিম বাংগালীরা ধর্মের চেয়ে ভাষা ও বাংগালীত্বকে উপরে স্থান দিয়েছিল । কিন্তু সে তুলনায় শিক্ষা-সংস্কৃতিতে এগিয়ে থাকা পশ্চিম বাংলার অগ্রসর বাংগালী বুদ্ধিজীবী কিংবা রাজনৈতিক নেতারা বাংগালী জাতিসত্ত্বাকে টিকিয়ে রাখতে কোন আন্দোলন কিংবা সংগ্রামই করে নি । বরং কিছু কিছু বামপন্থীরা মার্কিন-চীনা আতঁাতের জন্য করেছে বিরোধীতা । বাংগালীত্বের চেয়ে বৃহত্তর ভারতীয় সত্ত্বাতে নিজেদের মিশিয়ে দিতেই আগ্রহী হয়েছে বেশী করে ।

ফলে বাঙালী জাতিসত্তা ও জাতীয়তাবাদের যে সংগ্রাম সেখানে হিন্দু-নেতৃত্বের চেয়ে মুসলিম নেতৃত্বের অংশ গ্রহনই উল্লেখযোগ্য ছিল। যদিও পরবর্তীতে সেটা আর অটুট থাকে নি আমাদের সম্মিলিত ব্যর্থতা আর রাজনৈতিক নেতৃত্বের অদূরদর্শীতার জন্য। আজ উপমহাদেশ জুড়ে ধর্মের যে উন্মাদনা সে প্রেক্ষিতে একিভূত বাঙালী জাতিসত্তা আর বাঙালী কৃষ্টি-সংস্কৃতি বিকাশের আন্দোলন জরুরী ও অপরিহার্য।

অভিবাসী বাঙালীরা ধর্ম নির্বিশেষে একই সাধারণ কৃষ্টি-সংস্কৃতিতে মিলে যেতে পারে। আর বর্তমান বিশ্ব-প্রেক্ষিতে এ ছাড়া গত্যন্তর আছে বলেও মনে হয় না। যতই ইসলামী-উম্মা আর মুসলিম ব্রাদারহুডের বড়াই করি না কেন, বাঙালী মুসলমান কখনই আরব, পাকিস্তানী আর আফ্রিকান মুসলমানের সাথে মিলতে পারে না কিংবা পারবে না। ইতিহাস-ঐতিহ্য, কৃষ্টি-সংস্কৃতি আর রুচিবোধের ভিন্নতাতেই গড়ে উঠবে এক বাঁধার প্রাচীর। যেমনটি সম্ভব নয় বাঙালী হিন্দুর পক্ষেও শুধুমাত্র ধর্মীয় মিলের জন্যই মিলে যাওয়া তামিল-কিংবা গুজরাটি হিন্দুসমাজের সাথে। ভাষা আর জাতীয়তাবোধের এ ঐক্য যত তাড়াতাড়ি গড়ে উঠবে, তত দ্রুত মিলে যাবে বিভেদের রং। (চলবে)

ভজন সরকার : কানাডা প্রবাসী ইঞ্জিনিয়ার, কবি ও লেখক।
sarkerbk@gmail.com